بِسۡـــمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡــــمِ نَحۡمَدُهٗ وَنُصَلِّی عَلٰی رَسُوۡلِهِ الۡكَرِيۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِهِ الۡمَسِيۡحِ الۡمَوۡعُوۡدِ

খুতবা জুম'আ

আঁহযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহে অ-সাল্লামের মহান মর্যদাসম্পন্ন বদরী সাহাবী হযরত উসমান রাজিআল্লাহু তায়ালা আনহুর প্রশংসা সূচক গুণাবলী ও ঈমান উদ্দীপক ঘটনাবলীর হৃদয়গ্রাহী বর্ণনা

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ)কর্তৃক যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডস্থিত ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত ১২ মার্চ্চ ২০২১ তারিখের

খুতবা জুম্মার সংক্ষিপ্তসার

أَشۡهَدُ أَنۡ لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحۡدَهُ لَا شَرِيۡكَ لَهُ وَأَشۡهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبۡدُهُ وَرَسُوۡلُهُ أَمَّا بَعۡدُ فَأَعُوۡذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيۡطٰنِ الرَّجِيۡمِ ـ بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ ـ اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ رَبِّ الۡعٰلَمِيۡنَ ـ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ ـ مٰلِكِ يَوۡمِ الدِّيۡنِ ـ إِيَّاكَ نَعۡبُدُ وَإِيَّاكَ نَسۡتَعِيۡنُ ـ اِهۡدِنَا الصِّرَاطَ الۡمُسۡتَقِيۡمَ ـ صِرَاطَ الَّذِيۡنَ أَنۡعَمۡتَ عَلَيۡهِمۡ ۙ غَيۡرِ الۡمَغۡضُوۡبِ عَلَيۡهِمۡ وَلَا الضَّآلِّيۡنَ ـ

তাশাহহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আইঃ) বলেন ঃ

হযরত উসমান (রা.)এর স্মৃতিচারণ অব্যাহত আছে। হযরত উসমান (রা.) মৃত্যুর প্রায় এক বছর পূর্বে জীবনের শেষ হজ্জ করেছিলেন, তাঁর শেষ হজ্জের সময় নৈরাজ্যবাদীরা মাথাচাড়া দিতে আরম্ভ করেছিল। হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন, হজ্জ থেকে ফেরার পথে হযরত মু আবিয়া (রা.)'ও হযরত উসমান (রা.)এর সাথে মদিনায় আসেন। কিছুদিন অবস্থানের পর ফিরে যাওয়ার প্রাক্কালে তিনি হযরত উসমান (রা.) কে বলেন আমার সাথে সিরিয়ায় চলুন; কেননা সিরিয়াতে সর্বপ্রকার নিরাপত্তা বিরাজমান আর কোন ধরনের নৈরাজ্য নেই। হযরত উসমান (রা.) উত্তরে তাকে বলেন, আমার শরীর ছিন্ন -ভিন্ন করে ফেললেও আমি মহানবী (সা.)এর নৈকট্য কোনক্রমেই পরিত্যাগ করতে পারব না। হযরত মুআবিয়া (রা.) বলেন, তাহলে আপনি আমাকে একটি সিরিয়ান সৈন্যদল আপনার নিরাপত্তার খাতিরে প্রেরণ করার অনুমতি দিন। হযরত উসমান (রা.) উত্তরে বলেন, উসমানের নিজ প্রাণের নিরাপত্তার খাতিরে বাইতুল মালের ওপর এত বড় বোঝা আমি চাপাতে পারি না আর সেনাদল নিয়োগ করে মদিনাবাসীদের কষ্টে নিপতিত করাও পছন্দ করি না। তখন হযরত মুআবিয়া (রা.) নিবেদন করেন, তাহলে তৃতীয় পরামর্শ হলো, সাহাবীরা যদি উপস্থিত থাকে তাহলে এরা হযরত উসমান (রা.)এর অবর্তমানে সাহাবীদের মধ্য হতে কাউকে সামনে দাঁড় করিয়ে দেয়ার সাহস পাবে। তাই, তাদেরকে বিভিন্ন দেশে পাঠিয়ে দিন। হযরত উসমান (রা.) উত্তরে বলেন, মহানবী (সা.) যাদেরকে একত্রিত করেছেন আমি তাদেরকে বিক্ষিপ্ত বা ছত্রভঙ্গ করে দিব– তা কীভাবে সম্ভব? একথা শুনে হযরত মুআবিয়া (রা.) কাঁদতে আরম্ভ করেন এবং নিবেদন করেন, আমি আপনার নিরাপত্তার খাতিরে যেসব প্রস্তাব বা পরামর্শ দিয়েছি এর মধ্য হতে আপনি যদি একটিও গ্রহণ না করেন তাহলে কমপক্ষে জনসমক্ষে এ ঘোষণা করে দিন যে, যদি আমার প্রাণের কোন ক্ষতি হয় তাহলে মুআবিয়ার অধিকার থাকবে আমার পক্ষে প্রতিশোধ গ্রহণ করার। হতে পারে, মানুষ এতে ভয় পেয়ে দুষ্কৃতি করা থেকে বিরত থাকবে। হযরত উসমান (রা.) উত্তরে বলেন, মুআবিয়া! যা হওয়ার তা হবেই, আমি এমনটি করতে পারব না, কেননা আপনার প্রকৃতি কঠোর; পাছে এমন না হয় যে, আপনি মুসলমানদের প্রতি কঠোরতা প্রদর্শন করবেন। তখন হযরত মুআবিয়া কাঁদতে কাঁদতে তাঁর কাছ থেকে উঠে আসেন আর বলেন, আমি মনে করি–সম্ভবত এটিই আমাদের শেষ সাক্ষাৎ। বাইরে বেরিয়ে এসে সাহাবীদের তিনি বলেন, ইসলামের উন্নতি আপনাদেরকে কেন্দ্র করে। হযরত উসমান (রা.) এখন একেবারেই দুর্বল হয়ে পড়েছেন আর নৈরাজ্যও বৃদ্ধি পাচ্ছে, আপনারা তাঁর খেয়াল রাখবেন–একথা বলে মুআবিয়া সিরিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

হযরত উসমান (রা.)-এর শাহাদাত-পূর্ব নৈরাজ্য এবং তার (রা.) শাহাদাতের ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন, বিদ্রেহীরা যেহেতু আপাতঃ দৃষ্টিতে জয়লাভ করেছিল, তারা শেষ চেষ্টা হিসেবে পুনরায় এক ব্যক্তিকে হযরত উসমানের নিকট প্রেরণ করে যেন তিনি খিলাফতের

আসন থেকে সরে দাঁড়ান, কেননা তাদের ধারণা ছিল, তিনি (রা.) যদি নিজে খিলাফতের আসন থেকে সরে দাঁড়ান, তবে মুসলমানরা তাদেরকে শাস্তি দেয়ার কোন সুযোগ পাবে না। অর্থাৎ বিদ্রোহীদেরকে শাস্তি দেয়ার কোন সুযোগ মুসলমানদের থাকবে না। হযরত উসমান (রা.)এর নিকট যখন বার্তাবাহক আসে তখন তিনি (রা.) বলেন, আমি অজ্ঞতার যুগেও পাপ থেকে দূরে ছিলাম এবং ইসলাম গ্রহণের পরও কখনো ইসলামি বিধিনিষেধ লঙ্ঘন করিনি। যে পদমর্যাদা আল্লাহ্‌তা'লা স্বয়ং আমাকে দান করেছেন, আমি কেন আর কোন্ অপরাধে সেই পদ ছেড়ে দিব? যে জামা আল্লাহ্‌তা'লা আমাকে পরিয়েছেন তা আমি কখনোই খুলব না। সেই বার্তাবাহক এই উত্তর শুনে ফিরে আসে এবং নিজ সঙ্গীসাথিদের সম্বোধন করে বলে, আল্লাহ্‌র কসম, আমরা মারাত্মকভাবে বিপদগ্রস্ত। খোদার কসম, মুসলমানদের হাত থেকে নিস্কৃতি পেতে হলে উসমানকে হত্যা করা ছাড়া আমাদের অন্য কোন উপায় নেই। তাই তারা সিদ্ধান্ত নেয়, কোন প্রতিবেশীর দেয়াল টপকে গিয়ে হযরত উসমান (রা.) কে হত্যা করতে হবে। অতএব এই কুমতলব নিয়ে অল্প কয়েকজন লোক এক প্রতিবেশীর দেয়াল টপকে তাঁর (রা.) কক্ষে প্রবেশ করে। তারা যখন ভিতরে প্রবেশ করে তখন হযরত উসমান (রা.) পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করছিলেন। অবরুদ্ধ হওয়ার পর দিনরাত তাঁর ব্যস্ততা এটিই ছিল। অর্থাৎ তিনি হয় নামায পড়তেন, নয়তো পবিত্র কুরআন তিলাওয়াত করতেন আর এছাড়া অন্য কোন কাজের প্রতিই তিনি মনোযোগ দিতেন না। সেই দিনগুলোতে তিনি কেবল একটিমাত্র কাজই করেছেন আর তা হলো এসব লোকের ঘরে প্রবেশের পূর্বে দুজন লোককে তিনি (রা.) ধনভাণ্ডারের সুরক্ষার দায়িত্বে নিযুক্ত করেন। কেননা, যেভাবে এটি প্রমাণিত যে, সেদিন রাতে তিনি মহানবী (সা.)কে স্বপ্নে দেখেন যে, তিনি (সা.) বলছেন, উসমান! আজ সন্ধ্যায় তুমি আমার সাথে রোযা খুলবে। এই স্বপ্ন দেখার পর তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিল যে, আজ আমি শহীদ হয়ে যাব। তাই তিনি নিজের দায়িত্ব মনে করে দুজন লোককে আদেশ দেন যেন তারা ধনভাণ্ডারের দরজায় দাঁড়িয়ে প্রহরা দেয়, যাতে হট্টোগোলের মাঝে কেউ ধনভাণ্ডার লুটে নেয়ার চেষ্টা না করে। মোটকথা, ভেতরে প্রবেশের পর তারা দেখে যে, হযরত উসমান (রা.) কুরআন শরীফ পড়ছেন। আক্রমণকারীদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি এগিয়ে এসে লোহার একটি রড দিয়ে হযরত উসমান (রা.)এর মাথায় আঘাত করে এবং হযরত উসমান (রা.)এর সামনে যে কুরআন শরীফটি খোলা ছিল সেটিকে লাথি মেরে ফেলে দেয়। ফলে কুরআন শরীফটি গড়িয়ে হযরত উসমান (রা.)এর কাছে এসে যায় আর তাঁর মাথা থেকে রক্তের ফোটাগুলো তাতে গড়িয়ে পড়ে। কে আছে যে পবিত্র কুরআনের অসম্মান করতে পারে? কিন্তু উক্ত ঘটনার মাধ্যমে তাদের তাকওয়া ও বিশ্বস্ততার স্বরূপ খুব ভালোভাবে উন্মোচিত হয়ে গেছে। যে আয়াতের ওপর তাঁর রক্ত পড়ে তা একটি ভয়ঙ্কর ভবিষ্যদ্বাণী ছিল যা নিজ সময়ে এমন মহিমার সাথে পূর্ণ হয়েছে যে, চরম পাষাণ হৃদয়ের ব্যক্তিও সেই রক্তমাখা অক্ষরগুলোর ঝলক দেখে ভয়ে নিজের চোখ বন্ধ করে নিবে। সেই আয়াতটি হলো فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللّٰهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (সূরা বাকারা : ১৩৮) অর্থাৎ আল্লাহ্‌তা'লা অবশ্যই তাদের কাছ থেকে তোমার প্রতিশোধ নিবেন এবং তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞানী। এরপর আরেক ব্যক্তি এগিয়ে এসে তাঁর ওপর তরবারি দিয়ে আক্রমণ করতে উদ্যত হয়। প্রথম আঘাত করলে তিনি (রা.) হাত দিয়ে তা প্রতিহত করেন, ফলে তাঁর হাত কেটে যায়। তখন হযরত উসমান (রা.) বলেন, খোদাতা'লার কসম! এটি সেই হাত যা সর্বপ্রথম কুরআন শরীফ লিখেছিল। এরপর সে দ্বিতীয়বার আঘাত করে তাঁকে হত্যা করতে চাইলে তাঁর স্ত্রী নায়লা সেখানে আসেন এবং তাদের দু'জনের মাঝে এসে দাঁড়ান, কিন্তু সেই পাষাণ্ড একজন নারীকে আঘাত করতেও কুণ্ঠা বোধ করে নি, বরং সে আঘাত হেনেই ক্ষান্ত হয়। এর ফলে তাঁর স্ত্রীর আঙ্গুল কেটে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এরপর সে হযরত উসমান (রা.)এর ওপর আরেকটি আঘাত করে এবং তাঁকে গুরুতরভাবে আহত করে। আঘাতের যন্ত্রণায় যখন তিনি (রা.) অচেতন হয়ে পড়েছিলেন এবং প্রচণ্ড ব্যাথায় ছটফট করছিলেন, তখন সেই পাষণ্ড এটি ভেবে যে, এখনও তাঁর প্রাণবায়ু নির্গত হয় নি, হয়ত প্রাণে বেঁচে যাবেন, তাঁর গলা চেপে ধরে টিপতে থাকে আর ততক্ষণ পর্যন্ত সে তাঁর গলা ছাড়ে নি যতক্ষণ না তাঁর প্রাণ-পাখি জড়দেহ ছেড়ে উড়ে গিয়ে মহানবী (সা.)এর আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে উর্ধ্বলোকে আরোহণ করেছে। **ইন্নালিল্লাহে অইন্না এলাইহে রাজেউন।**

এখন ইসলামী রাষ্ট্রের সিংহাসন খলীফাশূন্য হয়ে গেছে। তাই মদিনাবাসী অধিক চেষ্টা করাকে বৃথা কাজ মনে করে আর সবাই নিজ নিজ বাড়ি ফিরে যায়। হযরত উসমান (রা.)কে হত্যা করার পর এসব লোক নিপীড়নের হাত গৃহের অন্যদের ওপরও প্রসারিত করতে শুরু করে। হযরত উসমান (রা.)এর সহধর্মিণী সেখান থেকে বেরিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। তাঁর প্রস্থানের সময় তাদের মধ্যে থেকে এক হতভাগা তাঁর সম্পর্কে তার দোসরদের কাছে অত্যন্ত জঘন্য ভাষায় মন্তব্য করে। একজন লজ্জাশীল

মানুষের জন্য, সে যে ধর্মেরই অনুসারী হোক না কেন, একথা মেনে নেয়াও নিঃসন্দেহে অসম্ভব যে, মহানবী (সা.)এর একজন অন্যতম প্রবীণ-জ্যৈষ্ঠ ও অগ্রণী সাহাবী, তাঁর জামাতা, গোটা মুসলিম বিশ্বের সর্বাধিপতি, যুগ খলীফাকে তারা তখনই কেবল হত্যা করেছিল (এমতাবস্থায়) তারা এহেন নোংরা চিন্তাভাবনার বহিঃপ্রকাশ করতে পারে! কিন্তু এদের নির্লজ্জতা এতটাই সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল যে, কোন কুকর্মই তাদের পক্ষে অসম্ভব ছিল না। এরা কোন সদুদ্দেশ্য নিয়ে দাঁড়ায়নি আর তাদের দলটিও কোন পূণ্যবানদের দল ছিল না। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, এসব কথা শোনার পর আমি এটিই বলব যে, খোদাতা'লা আমাকে অনেক বড় মর্যাদা দান করেছেন আর এজন্য আমি গর্ববোধ করি। কিন্তু আমার মন চায়, হায়! আমি যদি এখনকার চেয়ে তখন থাকতাম তাহলে আমি তাদেরকে টুকরো টুকরো করে ফেলতাম। তিনি (রা.) বলেন, তাদের চরম ধৃষ্টতা দেখুন? তারা হযরত আয়েশা (রা.)কে তাঁর পর্দা সরিয়ে দেখার পর কু-মন্তব্য পর্যন্ত করেছে।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, হযরত উসমান (রা.)এর সাথে যেসব ঘটনা ঘটেছে তা থেকেও এটিই বুঝা যায় যে, এসব বিষয়ে তিনি কখনো ভীত হন নি, অর্থাৎ হযরত উসমান (রা.)এ বিষয়ে কখনো ভীত হন নি যে, আমার সাথে কী আচরণ করা হবে।হযরত উসমান (রা.) এসব ঘটনায় ভীত ছিলেন।

হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, আমরা যদি বিবেকের চোখে দেখি এবং এর বাস্তবতাকে অনুধাবনের চেষ্টা করি তাহলে আমরা জানতে পারব যে, খিলাফত ব্যবস্থা এক মহান ধারা। বরং আমি বলব, যদি দশ হাজার প্রজন্মও এর প্রতিষ্ঠার জন্য উৎসর্গ করা হয় তথাপি তা কোন মূল্য রাখে না। আমি অন্যদের সম্পর্কে জানি না, কিন্তু অন্তত‌পক্ষে নিজের সম্পর্কে জানি যে, মহানবী (সা.)এর যুগের ইতিহাস পাঠের পর আমি যখন হযরত উসমানের ওপর আপতিত বিপদাবলীর প্রতি দৃষ্টি দেই আর অপরদিকে সেই জ্যোতি ও আধ্যাত্মিকতাকে দেখি, যা রসূলুল্লাহ্ (সা.) এসে তাদের মাঝে সৃষ্টি করেছেন, তখন আমি বলব, পৃথিবীতে যদি আমার দশ হাজার বংশধর জন্ম নেয়ার হতো, আর সেই নৈরাজ্য দূরীভূত করার জন্য তাদের সবাইকে একত্রিত করে উৎসর্গ করে দেয়া হতো, তাহলে আমি মনে করি এটি উকুনের বিনিময়ে হাতি ক্রয় করার মতো ব্যবসা। অর্থাৎ উকুনের ন্যায় অত্যন্ত তুচ্ছ জিনিসের বিনিময়ে অতি মূল্যবান জিনিস অর্থাৎ হাতি ক্রয় করার মতো একটি বিষয়, বরং তার চেয়েও লাভজনক বিনিময়। আসল কথা হলো, কোন জিনিসের মূল্য কী–তা আমরা পরে অনুধাবন করে থাকি। অর্থাৎ পরবর্তীতে বোঝা যায় যে, প্রকৃত মূল্য কী। হযরত উসমান (রা.)এর শাহাদাতের পর বুঝা গিয়েছিল যে, খিলাফতের গুরুত্ব কতটা? হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, হযরত উমর (রা.)এর তিরোধানের পর খিলাফতের আসনে সমাসীন হবার জন্য হযরত উসমান (রা.)এর প্রতি সকল সাহাবীর (রা.) দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়। জ্যেষ্ঠ সাহাবীদের পরামর্শে তিনি এ কাজের জন্য নির্বাচিত হন। তিনি মহানবী (সা.)এর জামাতা ছিলেন আর একাধারে তাঁর (সা.) দুই কন্যাকে তার সাথেই বিয়ে দেয়া হয়। মহানবী (সা.)এর দ্বিতীয় কন্যা যখন ইন্তেকাল করেন তখন তিনি (সা.) বলেন, আমার যদি আরো কোন মেয়ে থাকত তাহলে তাকেও আমি হযরত উসমানের সাথে বিয়ে দিতাম। এ থেকে বুঝা যায় যে, মহানবী (সা.)এর দৃষ্টিতে তিনি বিশেষ সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। মক্কাবাসীদের দৃষ্টিতে তিনি স্বতন্ত্র মর্যাদা রাখতেন এবং তৎকালীন আরবের সমাজ ব্যবস্থায় বিত্তশালী ব্যক্তি ছিলেন। হযরত আবু বকর (রা.) মুসলমান হওয়ার পর যে কয়জন বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিকে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার জন্য নির্বাচিত করেন, তাদের মধ্যে একজন ছিলেন হযরত উসমান। আর তাঁর সম্পর্কে হযরত আবুবকর (রা.)এর ধারণা ভুল ছিল না, বরং স্বল্প কয়েক দিনের তবলীগেই হযরত উসমান (রা.) ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। আর এভাবে তিনি অগ্রগামী সেই দলের অন্তর্ভুক্ত হন যাদের প্রশংসা পবিত্র কুরআনে অতি ঈর্ষণীয় ভাষায় করা হয়েছে। মহানবী (সা.) তাকে অনেক সম্মান করতেন। একবার তিনি (সা.) শুয়ে ছিলেন। এমন সময় হযরত আবু বকর (রা.) আসেন। তিনি (সা.) সেভাবেই শুয়ে থাকেন। এরপর হযরত উমর (রা.) আসেন। তখনও তিনি (সা.) সেভাবেই শুয়ে থাকেন। তারপর হযরত উসমান (রা.) আসলে তিনি (সা.) দ্রুত নিজের কাপড় গুছিয়ে নেন আর বলেন, হযরত উসমান (রা.)এর প্রকৃতিতে লজ্জাশীলতা অনেক বেশি, তাই আমি তার আবেগ-অনুভূতির কথা চিন্তা করে এরূপ করি। হযরত উসমান (রা.) সেই বিরল ব্যক্তিবর্গের একজন ছিলেন যিনি ইসলাম গ্রহণ করার পূর্বেও কখনো মদ পান করেন নি এবং ব্যাভিচারের ধারেকাছেও যান নি। মোটকথা তিনি (রা.) কোন সাধারণ মানুষ ছিলেন না, বরং অতি উন্নত মানের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। জাগতিক সম্মানের দিক থেকেও তিনি (রা.) অত্যন্ত

স্বতন্ত্র ছিলেন। ইসলাম গ্রহণের ক্ষেত্রে অগ্রগামী ছিলেন। মহানবী (সা.) তাঁর (রা.) প্রতি অত্যন্ত সন্তুষ্ট ছিলেন। আর হযরত উমর (রা.) তাঁকে সেই ছয় ব্যক্তির একজন আখ্যায়িত করেছেন যারা রসূলুল্লাহ্ (সা.)এর ইন্তেকাল পর্যন্ত তাঁর উচ্চ পর্যায়ের সন্তুষ্টি অর্জন করেছিলেন। এছাড়া তিনি (রা.) 'আশরায়ে মুবাশ্বেরা'র একজন ছিলেন, অর্থাৎ সেই দশব্যক্তির একজন, যাদেরকে মহানবী (সা.) জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করেছিলেন।

হযরত উসমান (রা.) ১৭ অথবা ১৮ যুলহজ্জ তারিখে ৩৫ হিজরী সনে আসরের নামাযের পর বিরাশি বছর বয়সে শাহাদাত লাভ করেন। শাহাদাতের সময় তিনি (রা.) রোযাদার ছিলেন। শনিবার রাতে মাগরিব ও এশার মধ্যবর্তী সময়ে হযরত যুবায়ের বিন মুতআম তাঁর জানাযার নামায পড়ান এবং 'হাশ-এ-কাওকাব' এ দাফন করা হয়। এস্থান জান্নাতুল বাকীর অতীব নিকটবর্তী স্থান। হযরত উসমান বিন আফফান (রা.) বলতেন, শীঘ্রই একজন পুণ্যবান ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করবে এবং তাকে সেখানে দাফন করা হবে; অর্থাৎ 'হাশ-এ-কাওকাব' এ দাফন করা হবে, আর মানুষ তার অনুসরণ করবে। হযরত উসমান (রা.) এর দাফন সম্পর্কে একটি রেওয়ায়েত এটিও পাওয়া যায় যে, নৈরাজ্যবাদী ও বিদ্রোহীরা তিনদিন পর্যন্ত তাঁর লাশ দাফন করতে দেয় নি। অতএব হযরত আলী (রা.) এর চেষ্টায় ইনার দাফন কাফন সম্পন্ন হয়। হুযুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন, যাহোক স্মৃতিচারণের কিছু অংশ এখনও বাকি আছে যা আগামীতে উল্লেখ করা হবে, ইনশাআল্লাহ্।

খুৎবা জুম্মা শেষে হুযুর আনোয়ার (আইঃ) মরহুম মৌলভী মুহাম্মদ ইদ্রিস তেরো সাহেব, মুবাল্লেগ সিলসিলাহ্ আইভরি কোস্ট, উগাণ্ডা নিবাসী মরহুমা মোকাররমা আমিনা নায়েগা কায়রে সাহেবা, সিরিয়ার মরহুম মোকাররম নূহী কাযাক সাহেব ও রাবওয়া নিবাসী মরহুমা মোকাররমা ফরহাত নাসিম সাহেবার উন্নত চারিত্রীক গুনাবলীর বর্ণনা করেন ও জুম্মার নামায শেষে মরহুমীনদের গায়েবানা নামায জানাযা পড়ানোর ঘোষণা করেন।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ نَحْمَدُهٗ وَنَسْتَعِيْنُهٗ وَنَسْتَغْفِرُهٗ وَنُؤْمِنُ بِهٖ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُوْرِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَّهْدِهِ اللّٰهُ فَلَا مُضِلَّ لَهٗ وَمَنْ يُّضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهٗ وَنَشْهَدُ اَنْ لَّا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَنَشْهَدُ اَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهٗ وَرَسُوْلُهٗ. عِبَادَ اللّٰهِ رَحِمَكُمُ اللّٰهُ اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْاِحْسَانِ وَاِيْتَآءِ ذِى الْقُرْبٰى وَيَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَآءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ اُذْكُرُوا اللّٰهَ يَذْكُرْكُمْ وَادْعُوْهُ يَسْتَجِبْ لَكُمْ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ۔

('মজলিস আনসারুল্লাহ্ ভারত' থেকে প্রেরিত সংক্ষিপ্ত উর্দূ খুতবার অনুবাদ)

To

BOOK POST
PRINTED MATTER

Bangla Khulasa Khutba Jumma
Huzoor Anwar (ATBA)
12 March 2021

Makeup & Distribute **FROM**

AHMADIYYA MUSLIM MISSION
NALHATI, PIRANPARA, BIRBHUM, 731243, W.B

www.mta.tv
www.alislam.org
www.ahmadiyyabangla.org

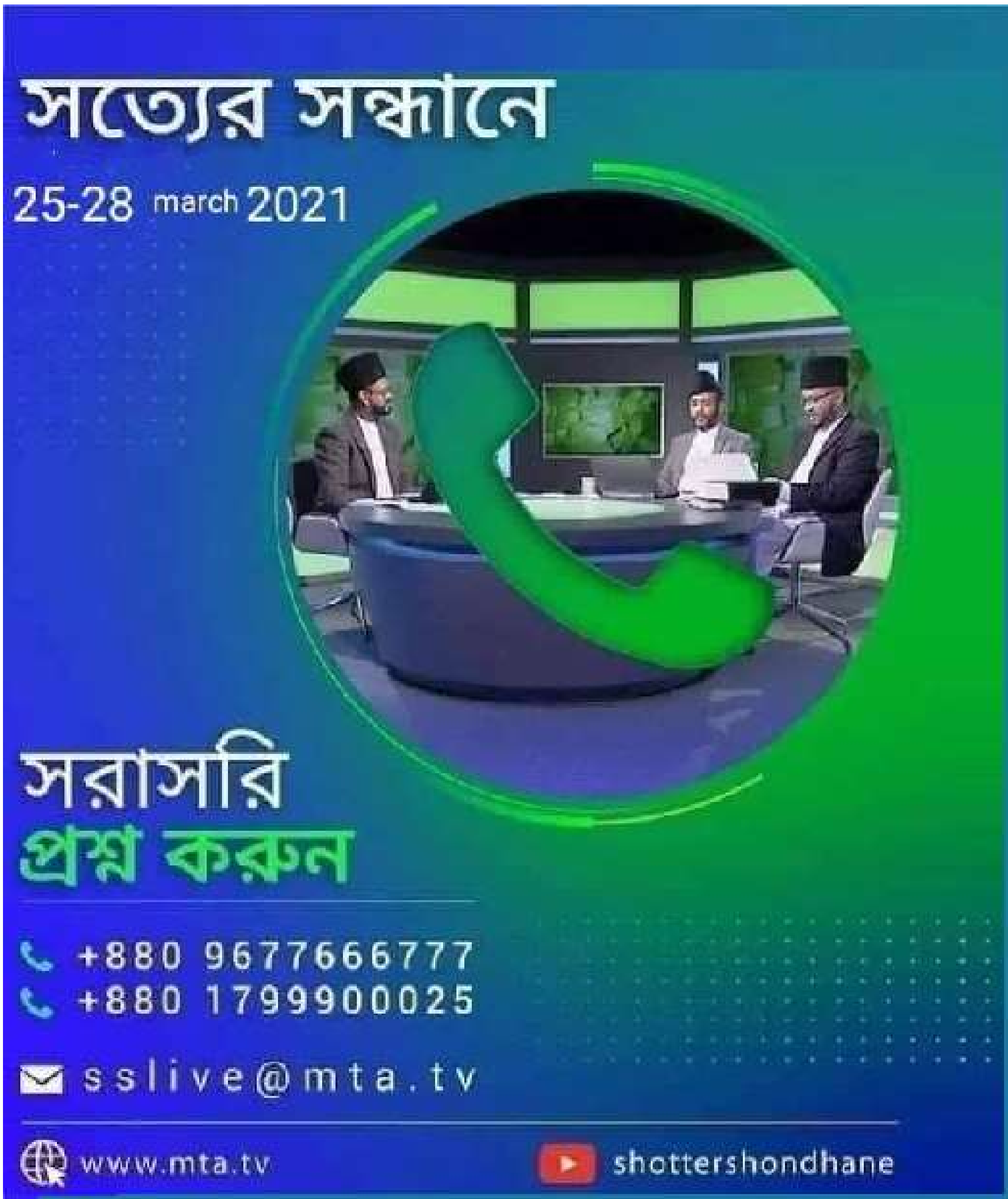

২৫ থেকে ২৮ মার্চ ২০২১ চারদিন ব্যাপি অনুষ্ঠানটি প্রতিদিন ভারতীয় সময়ানুযায়ী সন্ধ্যা সাড়ে ৭ টায় শুরু হচ্ছে। ২৬ মার্চ শুক্রবার হুজুরের লাইভ খুৎবা শেষে রাত্রি আট-টায় শুরু হবে।

অনুগ্রহপূর্বক নিজ জামা'তে এবং স্ব-স্ব অঞ্চলে এখনই সংশ্লিষ্ট সবাইকে সংবাদটি জানিয়ে দিন। আহমদী ভ্রাতা ও ভগ্নীরা যেন নিজেরা বেশি করে এই আয়োজনগুলো মনোযোগ সহকারে দেখেন এবং নিজেদের অ-আহমদী আত্মীয়স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী আর বন্ধু-সহকর্মীদেরকে অনুষ্ঠানগুলো বেশি করে দেখানোর ব্যবস্থা করেন তার জন্য সকলকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

অনুষ্ঠান শেষে *amjbirbhum@gmail.com*-এ রিপোর্ট পাঠানোর জন্য মোয়াল্লিম/মোবাল্লিগ সাহেবদের নিকট নিবেদন রইল।

সেখ মহাম্মদ আলী
জেলা মুবাল্লীগ ইনচার্য, বীরভূম